শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.১০১.১৯-৫২৫

তারিখঃ ৩০ আশ্বিন ১৪২৬ / ১৫ অক্টোবর ২০১৯

বিষয়ঃ মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৪৮২৪/২০১৯ মামলয় গত ১৩.০৫.১৯ তারিখের রুলের নির্দেশনা বাস্তবায়নক্রমে গৃহীত ব্যবস্থার তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট আদালতকে জানিয়ে TMED কে অবহিতকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ হতে প্রাপ্ত রিট পিটিশন নং-৪৮২৪/২০১৯ মামলায় গত ১৩.০৫.১৯ তারিখের রুলনিশি।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনাব আইনুন নাহার, স্ত্রী-প্রসান্ত ত্রিপুরা, জেন্ডার প্লাটফরম এর সমন্বয়ক এবং অধ্যাপক (অনথ্রোপোলজি), জাহাঙ্গীরনগর, বিশ্ববিদ্যাল কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৪৮২৪/১৯ দায়ের করা হয়।

০২। উক্ত রিট মামলায় ১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ২। সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৩। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ৪। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ৫। সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, ৬। সচিব, শ্রম মন্ত্রণালয়, ৭। সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ৮। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ৯। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি, ১০। রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট এবং আরো অন্যান্যসহ মোট ১৮ (আঠার) জনকে রেসপনডেন্ট করা হয়।

০৩। উক্ত রিট মামলায় গত ১৩.০৫.১৯ তারিখের রুলে নিম্নোক্ত নির্দেশনা দেয়া হয়:

ক. মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশিকা (এনেক্সচার-সি) অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানী প্রতিরোধ কমিটি গঠন কার্যকর করে ০২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে রেসপনডেন্ট নং-১০ (রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট) এর কার্যালয়ে দাখিল করা,

খ. নির্দেশিকা (এনেক্সচার-সি) অনুযায়ী ০২ (দুই) মাসের মধ্যে কমিটি গঠনের প্রজ্ঞাপন জারি করার জন্য রেসপনডেন্ট নং-১০ এর প্রতি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে;

গ. নির্দেশিকার (এনেক্সচার-সি) ভিত্তিতে একটি উপযুক্ত আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপের জন্য রেসপনডেন্ট নং-২ ও ৯ এর প্রতি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

০৪। উল্লেখ্য, Bangladesh National Women Lawyers Association (BNWLA) কর্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং- ৫৯১৬/০৮ মামলায় গত ১৪/৫/০৯ তারিখের নির্দেশনা (রিট পিটিশন নং-৪৮২৪/১৯ এর এনেক্সচার-সি) বাস্তবায়ন না হওয়ায় রিট পিটিশন নং-৪৮২৪/১৯ এর উদ্ভব হয়েছে।

০৫। উক্ত মামলাটি জনসার্থে সরকারের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে এবং মামলার রায় পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মস্থলে Sextual Harrassment বন্ধ করার জন্য complaint committee গঠন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Disciplinary Action গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

০৬। যৌন নিপীড়ন/যৌন নির্যাতন প্রতিরোধের লক্ষ্যে Complaint Committee গঠন এবং কমিটির কর্মপরিধি বিষয়ে রিট পিটিশন নং-৫৯১৬/০৮ মামলায় (রায়ের ৯ অনুচ্ছেদ) যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে তা নিম্নরুপ:

(a) সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে সকল কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিযোগ গ্রহণ, তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা এবং সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি Complaint Committee গঠন করতে হবে।

(e) অভিযোগ কমিটি ন্যূনতম পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট হবে যার বেশিরভাগই মহিলা সদস্য হবেন। সম্ভব হলে অভিযোগ কমিটির প্রধান একজন মহিলা হবেন। TMED এর অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানের জন্য ০৫ (পাঁচ) সদস্যের মধ্যে সদস্য-সচিবসহ ০৩ (তিন) জন মহিলা সদস্যের প্রস্তাব করা আছে।

(b) প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে বিশেষ করে লিঙ্গ সংক্রান্ত সমস্যা এবং যৌন নির্যাতনের বিষয়ে কাজ করে এমন সংস্থা থেকে উক্ত কমিটিতে দু'জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(c) অভিযোগ কমিটি এই নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন করে সরকারের (TMED) নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল করবে।

০৭। উক্ত মামলায় মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক অনুচ্ছেদ ০৩ এ বর্ণিত নির্দেশনা দেয়া হয়। উক্ত রিট মামলায় ৫নং রেসপনডেন্ট (সচিব, TMED) হিসেবে সরকার পক্ষের জবাব (Affidavit in opposition) দাখিল করা আবশ্যক। উক্ত মামলাটি সরকার পক্ষে পরিচালনার জন্য মহোদয়কে দায়িত্ব দেয়া প্রয়োজন।

০৮। এমতাবস্থায়, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-৪৮২৪/০৮ মামলায় ১৩.০৫.২০০৯ তারিখের রুলের জবাব (Affidavit in opposition) দাখিলের নিমিত্ত সচিব মহোদয় কতৃক স্বাক্ষরিত ওকালতনামা পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। সে সাথে Affidavit in opposition দাখিল করতে কি কি তথ্য প্রমাণক প্রয়োজন তা লিখিত আকারে জানানোর জন্যও অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: (i) ওকালতনামা -১ পাতা।
(ii) রিট পিটিশন নং- ৪৮২৪/১৯ মামলায় প্রদত্ত ১৩.০৫.১৯ তারিখের রুলনিশি।

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন: ৪১০৫০১৫৭

এস. কে সফিক মাহমুদ পুষ্প
বিজ্ঞ কৌসুলি, চেম্বার নং-এ-৪ (৬ষ্ঠ তলা) আজিজ কো-অপারেটিভ কমপ্লেক্স,
২০৪, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, ৮৯ (পুরাতন), বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
৩। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। অফিস কপি/মাস্টার কপি।